7

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 JAN 1997 ...
পৃঃ 5 কলাম 4 ......

উচ্চশিক্ষায় মার্কিন নিগ্রো

কয়েক দশক আগেও ওরা ছিল মানবকুলের সবচে' নিগৃহীত জাতি। ওদের পরিচয় ছিল, দু'অক্ষরে 'নিগ্রো'। মানুষের অধিকার ওদের স্পর্শ করেনি। বন–বাদাড়ে বেড়ে ওঠা গাছ কাটলেও জেল–জরিমানা হতো, এখনো হয়। অসুস্থ কুকুরকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, আগেও হতো। প্রাণীকুলের জন্য কি মমতাই না শেতাংগ হৃদয়ে। অথচ নিগ্রোদের গুলি করা হতো সামান্য কারণে। শেতাংগ সুন্দরীর দিকে চোখ তুলে তাকালেই ফাঁসিতে ঝুলানো যেতো। কাজে অবহেলার জন্য চাবুকে চাবুকে রক্ত ঝরানো ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। শেতাংগদের ঘরে ঘরে ছিল নিগ্রো দাস–দাসী। ওরা বিক্রি হতো বাজারি পণ্যের মতো। যার শরীর ছিল যতো শক্ত তার দামও ছিল ততো মজবুত। ওদের কাজ ছিল ক্ষেতে, খামারে, মাজাঘষা করা আর মনিবের ফরমায়েসি মেনে চলা। যুবতীরা ছিল যখন–তখন দেহের ক্ষুধা মেটানোর অনিবার্য ভোগ্যপণ্য।

বর্তমান আমেরিকার স্থপতি প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিংকন সারাদেশ থেকে বিলুপ্ত করে দেন দাস প্রথা। কাগজে–কলমে এই দাস প্রথা উঠে গেলেও মানুষের মন থেকে তা মুছে যেতে পারেনি। নিগ্রোরাও তাৎক্ষণিক তাদের অধিকার আদায়ে সাহসী হতে পারেনি। নিগ্রোরা জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন শহরের উপকণ্ঠে। ঘিঞ্জি অনুন্নত এলাকায়। কেউ কেউ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকে মনিবের কিঞ্চিত মানবিক উদারতায়। নিগ্রোদের ভাগ্য পরিবর্তনের চাকা ঘুরতে থাকে। কিন্তু শেতাংগদের সাদা মনে তখনও নিগ্রোরা অবহেলিত দাস ছাড়া অন্য কোন আসন পায়নি। ওদের সামান্য অগ্রগতি কিংবা স্বাধীনতাকে অনেকে মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় পরিকল্পিতভাবে নিগ্রোদের ওপর আক্রমণ, বাড়িঘর পোড়ানো। গড়ে উঠে সংঘবদ্ধ দল K K K (KU KLUX KLAN)। এদের কাজ ছিল রাতের অন্ধকারে নিগ্রো এলাকায় দলবেঁধে অত্যাচার করা। নিগ্রোরা তখন বাইরের জগতে পা ফেলতে শুরু করে। 'Separate, but equal' রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সত্যের ভিত্তিতেই তারা আসন পায় বাসে, রেষ্টুরেন্টে, পার্কের বেঞ্চে, পাবলিক টয়লেটে, বিদ্যালয়ে এবং চাকরিতে শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানে। ওদের আসনে বড় অক্ষরে লেখা থাকতো 'colored only'।

এতদিন ঘরে, মাঠে খামারে বন্দি থাকায় শেতাংগদের ঔদ্ধত্য আধিপত্যে কখনো বিরোধ দেখা দেয়নি। ওদের সামান্য অধিকার শেতাংগদের মনে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ১। অনেকে এদের এড়িয়ে চলতে থাকে, ২। কেউ কেউ বাইরে চলাফেরা এবং দৈনন্দিন কাজে ওদের অংশগ্রহণ একেবারে মেনে নিতে পারেনি। ফলে ছোটখাট গালি, উপহাস হয়ে ওঠে ওদের নিত্যদিনের সঙ্গী। ওরা গড়ে তোলে ছোট ছোট সংগঠন, যেখানে তারা প্রতিদিনের চলাফেরার কলা–কৌশল এবং মূলত আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন ও বিনিময় করতো। নিগ্রো চার্চগুলোই ছিল তার বহুল ব্যবহৃত স্থান। এই পরিস্থিতি চরমে পৌছে ষাটের দশকে যখন নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং–এর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ লোক ওয়াশিংটন ডি, সি তে জমায়েত হয়। সেখানেই তিনি তার 'I Have A Dream' ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন। ভাষণটি মার্কিন মুলুকে সিংহ হৃদয়েও আবেগ আর সহানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে ভাষণটি ব্যাপক প্রচার পায়। নতুন চেতনা আর নবজীবনের অঙ্গীকারে সচেতন হয়ে ওঠে ওরা। ভীরু বুকে জন্ম নেয় প্রতিবাদের সাহস। নিগ্রোর পরিবর্তে ওদের নাম হয় আফ্রিকান–আমেরিকান। প্রসারিত হতে থাকে ওদের যাত্রা। বিশেষ করে সঙ্গীত ও খেলাধুলায় খুব দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে। তুলনামূলকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়।অলিখিত অপবাদ ছড়াতে থাকে সাধারণ মনে, আফ্রিকান–আমেরিকানরা মেধায় শেতাংগদের চেয়ে নিম্নমানের। সম্প্রতি 'The New York Times'–এ প্রকাশিত এক জরিপে বলা হয় আফ্রিকান–আমেরিকানদের কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১৯৯০–এর তুলনায় ১৬·১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪–৯৫ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষালয়ে ছাত্রভর্তির হার ৭% কমে গেলেও আফ্রিকান–আমেরিকানদের হার ৪·৯% অর্থাৎ ১৫৯,০০০ জন বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও গত বছর Ph.D ডিগ্রির সংখ্যা ছিল ১২৮৭। ১৯৮৭ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৭১–এবং শতকরা বৃদ্ধির হার ১৭%। "Affirmative Action Programs"–এই সাফল্যের পিছনে প্রধান সহায়ক। এই Program–এর কাজ হলো শিক্ষা এবং চাকরি ক্ষেত্রে সকলের (বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের) অধিকার বহাল করা।

বর্তমানে আফ্রিকান–আমেরিকানরা সমাজের প্রায় সর্বস্তরে নিজেদের সম্মানজনক পেশায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, যদিও এর আনুপাতিক হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সুযোগের দ্বার এখন অনেক প্রসারিত। আর তার যথাযথ ব্যবহার উন্নতির চূড়ায় যে কাউকে পৌছে দিতে সক্ষম।

❑ শামস আল মমীন